দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 05 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৬

উচ্চপদ ও স্কেল দেয়ার আদেশ সত্ত্বেও বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষকরা

মোঃ আবদুর রহিম

ইনডেক্সধারী শিক্ষকগণকে উচ্চতর স্কেল দেয়ার পরিপত্রের আদেশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং ২ ও ৮ বছর অভিজ্ঞতার আলোকে উচ্চতর স্কেল পাওয়ার বিধান দাপ্তরিকভাবে বন্ধ রাখার ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন- দেশের স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার হাজার হাজার শিক্ষক ও প্রভাষকগণ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩১-১১-২০০৫ তারিখের পৃঃ ৮ঃ কঃ ৬

উচ্চপদ ও স্কেল দেয়ার

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পরিপত্রের (স্মারক নং শিম/শা ঃ ১১/৮ বিবিধ (এমপিও) ১১-০৪-১৫৬৭) ৩নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে, ইনডেক্সধারী শিক্ষকগণের সমগ্র শিক্ষা জীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ না থাকলে, তারা অন্যকোন পদে। স্কেলে নিয়োগযোগ্য বিবেচিত হবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উক্ত পরিপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী ইনডেক্সধারী হাজার হাজার শিক্ষক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিম্নপদ থেকে উচ্চপদে আসীন হয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় ১টি তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ইনডেক্সধারী জুনিয়র শিক্ষক, জুনিয়র মৌলভী পদ থেকে সহকারী শিক্ষক, সহকারী মৌলভী পদে পদোন্নতি পেয়ে শিক্ষকতা করে চলেছেন। অপরদিকে যারা সহকারী শিক্ষক ও সহকারী মৌলভী পদে আছেন তারা সাধারণ প্রভাষক। আরবী প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভে বিবেচিত হয়েও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে উচ্চপদের স্কেলে এমপিওভুক্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ বিষয়ে মাউশি'র সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করা হলে সেখান থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অজুহাত তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত পরিপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেই জারী করা এবং উচ্চতর স্কেল পাওয়ার বিধান ২৫ বছর পূর্বেই জারী করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অবহেলার কারণে হাজার হাজার শিক্ষক। মৌলভী ও প্রভাষক উক্ত পদ ও উচ্চস্কেল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দীর্ঘদিন থেকে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, অবিলম্বে উল্লিখিত বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধান দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই উদ্যোগী হতে হবে।